ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নভেম্বর/২০২০ মাসের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	২০ কার্তিক ১৪২৭ ০৫ নভেম্বর ২০২০
সময়	:	বিকাল ০৪:০০ টা
স্থান	:	ভার্চুয়াল জুম মিটিং।

সভায় সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট -ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার শুরুতেই তিনি ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা কর্মচারিদের মধ্যে যারা কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের শারীরিক অবস্থার খবর নেন এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অত:পর বিগত সভার কার্যবিবরণী ও তার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিয়ে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-১	:	**গত ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	অক্টোবর/২০২০ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	গত ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত অক্টোবর/২০২০ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
আলোচনা	:	গত ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত অক্টোবর/২০২০ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	অক্টোবর/২০২০ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**অফিসিয়াল ই-মেইল ব্যবহার এবং ইউনিকোড এর নিকষ ফন্ট ব্যবহার**
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয়, ডিএনসিসি'র অনেক বিভাগ ও অঞ্চল থেকে দাপ্তরিক তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল ই-মেইল ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে যা সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। অনেক কর্মকর্তা নিয়মিত অফিসিয়াল ই-মেইল চেক করেন না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ও সিদ্ধান্ত অনিষ্পন্ন অবস্থায় থেকে যায় বা বিলম্বিত হয়। এখনো কিছু কিছু দপ্তরের কর্মচারিগণ চিঠিপত্র টাইপ করার ক্ষেত্রে ইউনিকোড এর নিকষ ফন্ট ব্যবহার করছেন না। এটিও সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় বলে সভায় জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	দাপ্তরিক তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ই-মেইল এর পরিবর্তে আবশ্যিকভাবে অফিসিয়াল ই-মেইল ব্যবহার করতে হবে এবং দাপ্তরিক কাজে আবশ্যিকভাবে ইউনিকোড এর নিকষ ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়টি দপ্তর ও বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**ই-নথি ব্যবস্থাপনা**
আলোচনা	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখায় অনিষ্পন্ন ডাক এর সংখ্যা ১২৬৬ টি এবং অনিষ্পন্ন নথির সংখ্যা ৮৬টি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় কয়েকদিন আগে অনুষ্ঠিত ই-নথি বিষয়ক সভায় ই-নথি ব্যবস্থাপনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অবস্থান সন্তোষজনক নয় মর্মে জানানো হয়েছে। ই-নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল দপ্তর/বিভাগ/অঞ্চলে ই-নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আগামী সাত দিনের মধ্যে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয় প্রধানসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানানো হয়।

বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন**
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয়, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ২০ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অবস্থান ১২তম যা অসন্তোষজনক। সভায় আরো জানানো হয়, বিগত ১৫/১০/২০২০ খ্রি: তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। • ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিম গঠন করতে হবে। এপিএ টিমের মাসিক সভার আয়োজন করতে হবে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। এপিএ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি এপিএ টিম সরেজমিনে পরিদর্শন করবে এবং মাসিক এপিএ টিম সভায় পর্যালোচনা করবেন। • ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এপিএ বাস্তবায়নের জন্য সকল দপ্তর/ বিভাগের সমন্বয়ে টিম ওয়ার্ক এর মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করতে হবে। • ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করার মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অবস্থান আরো উন্নত করতে হবে। • ২০২০-২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে ৪ (চার) টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। • নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালু করতে হবে এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ই-নথি বাস্তবায়ন করতে হবে। • এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। • প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইএমইডির সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদন করতে হবে। • এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের বিষয়ে ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মকর্তাদেরকে এপিএ বিষয়ে ৫ (পাঁচ) ঘন্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ১৫/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**এলইডি সড়কবাতি, সিসিটিভি ক্যামেরা ও সিসিটিভি কন্ট্রোল সেন্টার সরবরাহ**
আলোচনা	:	"ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এলইডি (LED) সড়কবাতি, সিসিটিভি ক্যামেরা ও সিসিটিভি কন্ট্রোল সেন্টার সরবরাহ ও স্থাপন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় ৫ (পাঁচ) টি প্যাকেজে প্রায় ১৩০.০০ কোটি টাকার ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জিওবিভূক্ত প্রকল্পসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ২৫% কমিয়ে দেয়ায় উক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ বর্তমানে ৭৫.০০ কোটি, যা অপ্রতুল। হাইড্রলিক গাড়ির প্যাকেজে হাইড্রলিক গাড়ি সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন। আগামী ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রায় ৩০.০০ কোটি টাকার বিল প্রদান করা হবে। এলইডি বাতি সরবরাহ ও স্থাপন সংক্রান্ত মোট ৪ (চার) টি প্যাকেজের প্রায় ৯৭.০০ কোটি টাকার বিল আগামী জানুয়ারী ২০২১ খ্রি: তারিখের মধ্যে প্রদান করা হবে।
সিদ্ধান্ত	:	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**প্রকল্পের কাজ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ**
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয়, "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" প্রকল্পের কাজ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ প্রয়োজন। সভাপতি জানান, ফুটপাত দখলমুক্তকরণ, ফুটপাত ও রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রাখার বিরুদ্ধে অভিযানে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অভিযানটি জনসাধারণের কাছে বেশ প্রশংসিত হয়েছিল বলে সভাপতি মন্তব্য করেন। এ কার্যক্রম আবারো জোরদার করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত	:	আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিত উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেকটি উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার পর, উচ্ছেদকৃত স্থান সাত দিন পর পর ফলোআপ করবেন। ফুটপাত দখলমুক্তকরণ, ফুটপাত ও রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রাখার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	:	বিবিধ
আলোচনা	:	বিবিধ আলোচনা পর্বে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	১. ফুটওভারব্রীজের ৫০০ মিটারের মধ্যে কোন দোকান বসানো যাবে না। ফুটওভারব্রীজের আশেপাশের দোকান/স্থাপনা নিয়মিত উচ্ছেদ করতে হবে এবং প্রতি সপ্তাহে ইতোপূর্বেকার উচ্ছেদকৃত স্থাপনার তদারকি করতে হবে। ২. খাল পরিষ্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। খাল পরিষ্কারে ওয়াসার ঠিকাদারদের কাজ মনিটরিং করতে হবে। ৩. ব্যক্তিগত জলাশয়ের মালিক ও সরকারি খাল বা জলাধারের কর্তৃপক্ষকে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে স্ব উদ্যোগে পরিষ্কারের জন্য চিঠি দিতে হবে। ৪. পরবর্তী আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার দিন সভা শুরুর পূর্বে বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসারসহ অঞ্চল পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদেরদের সাথে নিয়ে মাননীয় মেয়র "নগরবাসীর সামনে নগর সেবক" নামক একটি জবাবদিহিমূলক অনুষ্ঠান ভার্চুয়ালি সম্পন্ন করবেন। মূলত: নগরবাসীর মতামত ও চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং কর্পোরেশনের কাজে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার জন্যই এ অনুষ্ঠান করা হবে। ৫. প্রতি সপ্তাহে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্পত্তি বিভাগ থেকে অফিস আদেশ করা।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আতিকুল ইসলাম)
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৫.২০২০ – ৩৮৭

তারিখঃ ১০ অগ্রহায়ণ-১৪২৭
১৫ নভেম্বর-২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ (পদমর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

১. বিভাগীয় প্রধান (সকল) ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. প্রকল্প পরিচালক (সকল)....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৮. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. অফিস কপি।

১৫/১১/২০২০
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

নভেম্বর/২০২০ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভায় (ভার্চুয়াল) সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা :

১.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
২.	জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, সচিব
৩.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহঃ আমিরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী
৪.	কমডোর এম সাইদুর রহমান, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
৫.	ব্রিগেডিয়ার জেনাঃ মোঃ জোবায়দুর রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
৬.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
৭.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
৮.	জনাব মোঃ জুলকার নায়ন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১
৯.	জনাব এ এস এম শফিউল আজম, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২
১০.	জনাব আবদুল্লাহ আল বাকী, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩
১১.	জনাব সালেহা বিনতে সিরাজ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪
১২.	জনাব সাজিয়া আফরিন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৬
১৩.	জনাব মোতাকাব্বীর আহমেদ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৭
১৪.	জনাব আবেদ আলী, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৮
১৫.	লে কর্নেল মোঃ গোলাম মোস্তফা সারওয়ার, উপপ্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
১৬.	জনাব মোঃ সগীর হোসেন, প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা
১৭.	জনাব পারসিয়া সুলতানা প্রিয়াংকা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
১৮.	জনাব বেল্লাল হোসেন মিয়া, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১৯.	জনাব এ এস এম মামুন, জনসংযোগ কর্মকর্তা
২০.	জনাব মোঃ তুহিনুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট
২১.	জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২২.	জনাব এস এম শফিকুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
২৩.	জনাব মামুনুর রশিদ, সহকারী সচিব, সাধারণ প্রশাসন শাখা
২৪.	জনাব আসাদুজ্জামান, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩